দামুড়হুদায় ৪৫ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার, স্ত্রী পলাতক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা মাঝেরপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

এ সময় তার স্ত্রীসহ আরও ২-৩ জন সহযোগী পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি উপজেলার হোগলডাঙ্গা (মাঝেরপাড়া) গ্রামের মৃত মোহামাদ আলীর ছেলে আব্দুল হালিম (৪০)। তার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন এর দিকনির্দেশনায় গত ৭ জুন রবিবার রাত ৯টার দিকে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হোগলডাঙ্গা মাঝেরপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আব্দুল হালিমকে তার বসতবাড়ির উঠান থেকে আটক করা হয়। তবে তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৩৫) এবং আরও ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কৌশলে পালিয়ে যায়।

পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে আব্দুল হালিমের দেহ তল্লাশি করা হলে তার পরিহিত লুঙ্গির ডান কোচা থেকে ৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার ওজন ৪ দশমিক ৫ গ্রাম যার আনুমানিক মূল্য ১৩ হাজার ৫০০ টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল হালিম স্বীকার করেন যে, পলাতক আসামিরা এর আগেও কয়েক পিস ইয়াবা বিক্রি করেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলেই জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ করে এবং গ্রেফতারকৃত আসামীকে থানায় নিয়ে আসে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক তদন্তে আব্দুল হালিম ও তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে তথ্য পাওয়া গেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে

বিভিন্ন এলাকা থেকে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদক সংগ্রহ করে নিজ এলাকা ও আশপাশের অঞ্চলে বিক্রি করে আসছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীকে আজই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পলাতক আসামীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাদারহুদা গ্রামে ২৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় গ্রামবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে মাদারহুদা গ্রামের ঈদগাহ মাঠের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন মাদারহুদা গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে হিরোন (২৬) এবং কেরামত আলীর ছেলে সবুজ হোসেন। স্থানীয়দের দাবি, তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী।

জানা গেছে, সন্ধ্যার দিকে দুই যুবকের চলাফেরা সন্দেহজনক মনে হলে গ্রামবাসী তাদের আটক করে তল্লাশি চালায়। এসময় তাদের কাছ থেকে ২৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের আটকে রেখে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাদকসহ দুইজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গায় ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মাঠপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মমতাজ বেগম (৩০) নামে এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

গতকাল রোববার রাত ৮টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় সন্দেহভাজন হিসেবে মমতাজ বেগমকে আটক করা হলে তার কাছ থেকে ৪০ পিস নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার মমতাজ বেগম আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং তারেক রহমানের স্ত্রী বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় গোপনে মাদক কেনাবেচার অভিযোগ ছিল। স্থানীয়ভাবে মাদক সরবরাহের একটি ছোট নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতেই নজরদারি বাড়ানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে তাকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়।

অভিযান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ট্যাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী ব্যথানাশক ওষুধ হলেও অপব্যবহারের কারণে এটি মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি এলাকায় এর অবৈধ বেচাকেনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়মিত অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানোর

প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সচেতন মহল মাদকবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতা অত্যন্ত জরুরি।

মেহেরপুরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুরে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ সাইদুর রহমান (৪৯) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেফতার সাইদুর রহমান মেহেরপুর শহরের বোসপাড়ার মৃত মোসলেম আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবির এসআই সঞ্জয়ের নেতৃত্বে একটি দল শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় সন্দেহভাজন হিসেবে সাইদুর রহমানের অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে তার কাছ থেকে ৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে মাদক

ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ পাচার চক্রের সদস্য গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ পাচার চক্রের সদস্য জয়নগরের মারুফকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত শনিবার রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ জিআর মামলার -৪৩/২৪ ও ১৭০/২৫ আসামী জয়নগর গ্রামের জাম্বু হোসেনের ছেলে মারফ হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করে।

তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ পাচারের মামলা রয়েছে। গতকালই মারুফকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দশর্নায় মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে নিরাপদ নয় সাংবাদিকরাও

দশর্নায় সাংবাদিকরা মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের কাছে নিরাপদ নয়। এসব মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যাবসায়ীরা দশর্না প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সামনে সাংবাদিকদের গালিগালাজ করে এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ও প্রসক্লাব ভেঙ্গে ফেলার হুমকি ধামকি দেয়।

গতকাল সোমবার দুপুরে দশর্না কেরু ডিষ্টিলারী গেটের সামনে ওয়াসীম নামের ১০-১২টি মামলার এক আসামী এ হুমকি ধামকি দেয়। এ ঘটনার পর দশর্না প্রেসক্লাবে রাত সাড়ে ৭ টার দিকে এক জরুরী বৈঠক অনুষ্টিত হয়। এ সময় সাংবাদিকরা প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

দশর্না সাংবাদিক সমিতির সভাপতিত্বে এ সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি চঞ্চল মাহমুদ, সহ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক হাসমত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, আহসান হাবীব মামুন, ওসমান আলী, কোষাধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন, সদস্য ওয়াসিম রয়েল সু কমল দাস বাধন, আবিদ হাসান রিফাত, সাব্বির আলীম প্রমুখ।

মেহেরপুরে ডিএনসির অভিযানে স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

আজ শুক্রবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে হাফিজুর রহমান (৫০), তার স্ত্রী চায়না খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ওজুদুল ঘটকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৮)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী চায়না খাতুন নিজ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল মজুত করে রেখেছেন। পাশাপাশি চাঁদ আলী কোমরে লুঙ্গির ভেতরে ফেনসিডিল লুকিয়ে বহন করছিলেন।’

পরে ডিএনসির একটি বিশেষ দল চায়না খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাফিজুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১৩০ বোতল এবং চাঁদ আলীর কাছ

থেকে আরও ১০ বোতল—মোট ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার পর তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার ও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

পৌনে ৩ কেজি গাঁজাসহ তৌফিক মোল্লা (৩৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) মেহেরপুর ক্যাম্প।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক হোসেন গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাঁসমহল গ্রামের মৃত আবুল কালামের ছেলে।

র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ (পিপিএম) এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে ২ কেজি ৭ শ গ্রাম হাঁজাসহ আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক গাঁজার বিক্রির জন্য সেখানে অবস্থান করছিলেন। আটককৃতকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ৪৩ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৪৩ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

আজ শনিবার (২ নভেম্বর) ভোর ৩টায় র্যাব-৬, সিপিসি-২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে, ঝিনাইদহ জেলার সদর থানাধীন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের সিনহা কনফেকশনারী দোকানের সামনে বটগাছের নিচে কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী অবৈধ মাদকদ্রব্য ভাতীয় ফেন্সিডিল ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত আভিযানিক দলটি উক্ত এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৪৩ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামী হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার মানিকপুর গ্রামের আব্দুর গফুরের ছেলে মোঃ শরিফুল ইসলাম (৩৩)। এছাড়াও তার নিকট থেকে ১টি মোবাইল ফোন ও নগদ ৯০০ টাকাসহ উদ্ধার করা হয়।

জব্দকৃত আলামত ও গ্রেফতারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ সদর থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মুজিবনগরে ২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল সহ সোহাগ (২২)নামে এক মাদক

ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার মুজিবনগর-মেহেরপুর সড়কের আঙ্গুর ওয়েল্ডিং এন্ড থাই ওয়ার্কসফের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক সোহাগ আলী উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, এক মাদক ব্যবসায়ী ভারতীয় তৈরি অবৈধ নেশা দ্রব্য মাদক ফেনসিডিল বিক্রির উদ্দেশ্যে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে। মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কেদারগঞ্জ বাজারে অভিযান চালাই এ সময় কেদারগঞ্জ বাজারের মুজিবনগর-মেহেরপুর সড়কের ব্র্যাক অফিসের কাছে মাদক ব্যবসায়ী সোহাগ আঙ্গুরের লেদের সামনে মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশের উপস্থিতিতে টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করা হয় এবং তার ব্যাগ তল্লাশি করে ২০ বোতল ফেনসিডিল পাওয়া যায়।
পরে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। আটককৃত আসামী সোহাগ আলী মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল নিজ হেফাজতে রেখে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর ১৪(খ) ধারার অপরাধ করেছে। তাই তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করে তাকে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।